যুগান্তর

তারিখ 10 SEP 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মেডিকেলে ভর্তি ফি

'টাকা নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার' হল দেশের অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই, অভিজ্ঞ শিক্ষক নেই, শ্রেণীকক্ষ নেই, তারপরও সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করছে মোটা অংকের ভর্তি ফি। মাসিক বেতনও অনেক বেশি। অনেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ডোনেশনের নামেও মোটা অংকের টাকা নেয়া হয়। এই অভিযোগের সূত্র ধরেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ভর্তি ফির সিলিং বেঁধে দেয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। ভর্তির সিলিং নির্ধারণ নিয়ে মতপার্থক্য সত্ত্বেও বলা হচ্ছে সিলিং ৭-৮ লাখ টাকায় নির্ধারণ হতে পারে। বর্তমানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এ সম্পর্কিত কোন নীতিমালা না থাকায় উদ্যোক্তারা ৫ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত ভর্তি ফি আদায় করছে। ৮টি মেডিকেল কলেজকে কম তালিকাভুক্ত করা হলেও তারা হাইকোর্টের রায়ের বলে ভাড়াবাড়িতেই কার্যক্রম চালাচ্ছে। মাসিক বেতন হিসেবে আদায় করা হচ্ছে জনপ্রতি ১০-১২ হাজার টাকা। কারিকুলামে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ উদ্যোক্তারা শিক্ষার চেয়ে বাণিজ্যকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, আমলা, সাবেক অধ্যাপক ও নামি চিকিৎসকরা এসব কলেজের উদ্যোক্তা-মালিক। এ কারণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গঠিত অনিয়মের তদন্তে গঠিত কমিটি কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। সরকারের নীতিনির্ধারকরা ভালোভাবেই জানেন, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল ছাড়াই কলেজগুলো অনুমোদন নিয়েছে। দেশের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের পরিবেশও উন্নত নয়। অন্যগুলোর অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। ভর্তি ফি নির্দিষ্ট করে দেয়ার পাশাপাশি বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর শিক্ষার মান নিশ্চিত করার ওপরও জোর দিতে হবে। অনেক বেসরকারি মেডিকেলের শিক্ষার্থীদের দুর্দশা বলার মতো নয়। সেখানে অবকাঠামো বলতে কিছু নেই। একটি ভাড়াবাড়িতে মেডিকেল কলেজ খুলে উদ্যোক্তারা দায়িত্ব শেষ করেন। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন পাওয়ার আগেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ নিয়ে ছাত্রবিক্ষোভ অবরোধের ঘটনাও ঘটেছে। এর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে ব্যাপারে নীতিনির্ধারকরা সতর্ক থাকবেন বলে আশা করি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ শিক্ষা মাধ্যমটি শুধু বিত্তবানদের জন্য সীমিত রাখা ঠিক নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা যাতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায় সেজন্য ভর্তি ও টিউশন ফি যথাসম্ভব কম রাখতে হবে। সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আশা করব, তারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা সফল পরিণতি পাবে এবং কোন মহলের চাপের কাছে নতিস্বীকার করবেন না।